কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস অনার্স 3rd সেমিস্টার CC---5

প্রশ্ন: আদি মধ্যযুগের সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার সম্পর্কে যা জানো লেখ। (১০)

উত্তর---সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারের বিষয়টি বৈদিক যুগে স্বীকৃত ছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে স্ত্রীলোক সম্পত্তির অধিকারীনী হবার যোগ্য নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কৌটিল্য, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ,কাত্যায়ন প্রমূখ স্মৃতিশাস্ত কাররা নারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি কে এরা আখ্যা দিয়েছেন স্ত্রীধন হিসাবে। স্ত্রীধন বলতে বুঝায় সংশ্লিষ্ট নারীর দামী অলঙ্কার, কৃষি যোগ্য কিছু জমি ও নগদ অর্থ।

আদি মধ্যযুগে স্ত্রীধন তথা সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল।এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্র কারগণ যথা মনুস্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরাক পূর্ববর্তী যুগের স্মৃতিশাস্ত্র কার্ডের তুলনায় সম্পত্তির উপর মেয়েদের অধিকারের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পূর্ববর্তী স্মৃতিশাস্ত্র কার দের নেয় মেধাতিথি মতামত প্রকাশ করেছেন যে,কোন নারী কুমারী অবস্থায় অথবা বিবাহের সূত্রে কিংবা বিবাহের পরে তার পিতা-মাতা স্বামী অথবা পরিবারের কাছ থেকে স্থাবর ও অস্থাবর যে সব সম্পত্তি লাভ করে সেগুলি সবই স্ত্রীধন এর অন্তর্ভুক্ত। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার বিশ্বরূপ বিধান দিয়েছেন যে বিধবারা তাদের মৃত স্বামীদের প্রাপ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীনী।এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিধবাদের শ্বশুরকূলের সচেতন হওয়া উচিত বলে তিনি মত প্রদান করেছেন। অপুত্রক বিধবার স্বামীর সম্পত্তির উপর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এ যুগের সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে।

বিশ্বরূপ, মেধাতিথি প্রমূখ বিধান দিয়েছেন বিবাহের পর মেয়েরা উপার্জনের মাধ্যমে স্বীয় সম্পত্তি গড়ে তুলতে পারে।তবে ঐ সম্পত্তি স্বামীর জীবদ্দশায় হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাবেনা। মনুকে উদ্‌ধৃত করে মেধাতিথি সংযোজন করেছেন যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাইদের সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ অবিবাহিত বোনেদের জন্য ব্যয় করার বিষয়টিকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। মায়ের স্ত্রীধন তথা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্র কাররা বিবাহিত ও অবিবাহিত কন্যাদের নির্দিষ্ট করেছেন। তারা অবশ্য বলেছেন এর প্রধান দাবিদার অবিবাহিত কন্যা রা। তারাই পারে মারতি সম্পত্তির বেশি অংশ। আর বিবাহিত কন্যারা পাবে খুবই সামান্য।

আদি মধ্যযুগের আইন বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল স্মৃতি চন্দ্রিকা।পরবর্তী বৈদিক যুগের গ্রন্থ তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোক কখনো সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না তার বিরুদ্ধে দ্বিবর্ণ ভট্ট সরব।তার স্মৃতি চন্দ্রিকায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে পৃতৃ পুরুষের সম্পত্তি দাবিদার মেয়েরাও। তারাও ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে সাধারণভাবে ভূমি ও অর্থ কোন ব্যক্তির হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও যথাক্রমে কুরিও 10 বছর পর সেগুলির মালিকানা নষ্ট হবার যে বিধি প্রচলিত আছে নারীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

স্বামী তথা শ্বশুরকূলের সম্পত্তির অধিকার বিধবার প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর এবং স্মৃতি চন্দ্রিকার রচয়িতা দ্বিবর্ণ ভট্ট মতামত প্রদান করেছেন। ঐ তিন স্মৃতিকার জোরের সঙ্গে বলেছেন অপুত্রক বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারিণী। এক্ষেত্রে অবশ্য তাকে সচ্চরিত্র হওয়া এবং স্বামীর মৃত্যুর সময় সম্পত্তির বিভাজন করা বাঞ্ছনীয় বলে তারা মত দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশ্বরূপ ও মেধাতিথি অভিমতের সমর্থক। আদি মধ্যযুগের আরো দুইজন স্মৃতিশাস্ত্র কার ব্যাস ও শ্রীধর অবশ্য বিধবাদের প্রতি তুলনামূলকভাবে অনুদার এদের মতে স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ অল্প হলে

সংশ্লিষ্ট বিধবা লাভ করার অধিকারী। বিজ্ঞানেশ্বর পক্ষান্তরে এর বিরোধিতা করেছেন। তার বক্তব্য হল স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ যাই হোক না কেন তার উপর বিধবার পূর্ণ অধিকার থাকবে। ওই যুগেরি আর এক স্মৃতিশাস্ত্র কার ধারেশ্বর মত প্রকাশ করেছেন যে যদি কোন বিধবা তার স্বামীর কোন আত্মীয় দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে তবেই তাকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানেশ্বর অবশ্য ওই মত বাতিল করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানেশ্বর আরও জানিয়েছেন যে স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী অপুত্রক বিধবার যদি এক বা একাধিক কন্যা থাকে তাহলে বিধবার মৃত্যুর পর তারা সেই সম্পত্তির অধিকারী হবে। এরপর বিধবা কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী।

Answer is contributed by: পার্থপ্রতিম পাত্র, মুন স্টাডি সেন্টার